বিলাস সামন্ত, আংশিক সময়ের অধ্যাপক(Govt. Approved), ইতিহাস বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

==========

রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোলের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতে চোল শক্তির বিকাশ

প্রাচীন যুগে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে চোল শাসন কাল 'সুবর্ণ যুগ' নামে পরিচিত। কারণ, একদিকে চোল বংশের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হয়, অন্যদিকে চোল রাজারা এক সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। এই বংশের দুইজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল।

প্রথম রাজরাজ(985-1012 খ্রিষ্টাব্দ) : সুন্দর চোলের পুত্র চোল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন মহান রাজ রাজ। তিনি একজন দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। তার নেতৃত্বে চোল রাজ্য চোল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তাঞ্জোর লিপিতে তার ঐতিহাসিক বিজয় গৌরব কৃতিত্ব রয়েছে। তিনি নৌবহরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটা বিশাল নৌবহর গঠন করেন। তাই বলা হয় এই নৌবহরের দাপটে বঙ্গোপসাগর তাদের একটি হ্রদে পরিণত হয়েছিল। তার শক্তিশালী নৌবহরের দাপটে তিনি প্রথমে তিনটি সামুদ্রিক প্রতিবেশী - পান্ড্য, কেরল ও সিংহলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। প্রথমে তিনি কেরল নৌবাহিনীকে পরাস্ত করেন। তারপর পূর্ব চালুক্য গনের নিকট হতে বেঙ্গি অধিকার করেন। এছাড়া তিনি কুর্গ, কলিঙ্গ,কুইলন এবং সিংহলের উত্তরাংশ তার রাজ্যভুক্ত করেন। রোমিলা থাপার এর মতে- রাজ রাজের এই অভিযানের পশ্চাতে গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল। এই সময় আরব বণিকগন এই অঞ্চলের সামুদ্রিক বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তাই আরবদের এই অঞ্চলে বাণিজ্যিক প্রাধান্য প্রতিরোধ করাই ছিল তার নৌ অভিযানের পশ্চাতে প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই তিনি সিংহল অভিযান করেছিলেন এবং সিংহলের যে অঞ্চল অধিকার করেছিলেন তা শাসন করার জন্য অনুরাধাপুরে তার রাজধানী স্থাপন করেন। রাজত্বের শেষভাগে তিনি কল্যাণের চালুক্য গনকে আক্রমণ করে চালুক্য রাজ সত্যাশ্রয়ী কে পরাজিত করেন। এছাড়া তিনি ত্রিবান্দ্রম এর নৌযুদ্ধে চের রাজাদের পরাজিত করে তাদের রাজ্য দখল করেন। সিংহলে প্রাপ্ত শিলালিপির ভিত্তিতে বর্তমানকালের বহু ইতিহাসবিদ মনে করেন যে প্রথম রাজ রাজ বর্তমান মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ অঞ্চলে অভিযান পাঠিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের রাজ গণের মধ্যে রাজরাজ ছিলেন বিজেতা ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অন্যতম।

কিন্তু রাজরাজ কেবলমাত্র দিগ্বিজয়ী হিসাবেই আপন পারদর্শিতা দেখাননি; তিনি শিল্প ও সাহিত্যে তার অনুরাগে যথেষ্ট পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় তাঞ্জোরের বিখ্যাত শিব মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এর দেয়াল গাত্রে রাজরাজের যুদ্ধজয়ের বিচিত্র কাহিনী আজও খোদাই করা আছে তা দেখতে পাওয়া যায়। চীনের সঙ্গে তিনি দূত বিনিময় করেন। তিনি ছিলেন শিবের উপাসক কিন্তু পর ধর্মের প্রতি তিনি পরম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেন।

রাজেন্দ্র চোল(1012 - 1044 খ্রিস্টাব্দ): প্রথম রাজরাজ - এর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র রাজেন্দ্র চোল সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি মার্তণ্ড, উত্তম চোল, গঙ্গইকোন্ডচোল প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন।

তাঁর পরাক্রান্ত নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে আন্দাবান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রহ্ম দেশের পেগু প্রদেশ ও সেখানের কয়েকটি বন্দর অধিকার করে। তিনিও তার পিতার মত উপলব্ধি করেন যে সমুদ্র উপকূলে আরবদের বাণিজ্যিক ও নৌ আধিপত্য রোধ করতে হলে কেরল,পান্ড্য, সিংহল চোলদের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি শ্রী বিজয় ও যবদ্বীপ এর নরপতি শৈলেন্দ্র চূড়ামণি বর্মনের পুত্র সংগ্রাম বিজয়োতুঙ্গকে পরাজিত করেন। এর ফলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের কিছু অংশ চোলদের অধিকারে আসে। তাঁর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য সাফল্য সিংহল অভিযান। কারণ তার পিতা রাজরাজের সিংহল অভিযান স্থায়িত্ব লাভ করেনি। রাজেন্দ্র সিংহল রাজ পঞ্চম মহেন্দ্রকে পরাজিত বন্দি করেন। মহাবংশ গ্রন্থে সিংহল অভিযানের বর্ণনা আছে। তবে রাজেন্দ্র সিংহলকে কতদিন নিজ অধিকারে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ মহাবংশ হতে একটি তথ্যে জানা যায় সিংহল রাজ পঞ্চম মহেন্দ্র বন্দী হয়েছিলেন কিন্তু তার পুত্র কশশপক জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং দক্ষিণ সিংহলের রাজা হন এবং তিনি 'বিক্রমবাহু' উপাধি ধারণ করে এ অঞ্চল দখল করেন।

তিরুবালঙ্গুর পট্ট হতে জানা যায় যে রাজেন্দ্র চোল বীরদর্পে বিজয় অভিযানে অগ্রসর হন এবং পান্ড্য ও কেরল রাজ্য দখল করেন। এরপর রাজেন্দ্র চোল তার শাসনকালের শেষদিকে আরব সাগরে মালদ্বীপ অধিকার করেন। প্রকৃতপক্ষে আরব সাগরে এদেশে শাসকবর্গের সাহায্যে আরব বণিক গণ সমুদ্র উপকূলের রাজ্যগুলি কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছিল। তাই রাজেন্দ্র চোল তার পিতার মতোই এই অঞ্চলে নৌঅভিযান চালিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদকে রুদ্ধ করেন। এজন্য কেরল ও পান্ড্য রাজ্যকে নিজে অধিকারে রাখেন। এমনকি তাঞ্জোর পট্টে কম্বুজ রাজের সঙ্গে রাজেন্দ্র চোলের যোগাযোগের উল্লেখ আছে। সমুদ্রপাড়ের এই অঞ্চলের সঙ্গে রাজেন্দ্র চোলের যোগাযোগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।

রাজেন্দ্র চোল এইভাবে তার নৌ বাহিনীর দাপটে বঙ্গোপসাগরকে চোলহ্রদে পরিণত করেন। একটা সময় আরব জাহাজগুলি মালাক্কা সাগরে আনাগোনা করেছিল। আরব বণিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পথে যে ভারত চীন বাণিজ্য চলেছিল তাও তারা দখল করার চেষ্টায় ছিল। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা মালয়কেই চীন - ভারত বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই ছিলেন। আরব বণিকদের এই উদ্যোগ যদি সফল হতো তাহলে চীন ভারত বাণিজ্য তাদের অনুকূলে চলে যেত এবং এদেশের প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষতি হত। কিন্তু রাজেন্দ্র চোল তার পিতার মতোই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনৈতিক হওয়ায় তিনি এক সুদূরপ্রসারী নৌ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং আরবদের বাণিজ্যিক অধিকার হতে বঞ্চিত করেন। রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল দুজনে যে সুদীর্ঘ পরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করেন তার দ্বারা ভারতের মূল ভূখণ্ড হতে বহুদূর পর্যন্ত এক বিরাট সামুদ্রিক সাম্রাজ্য স্থাপন করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে চোল রাজারাজ ও রাজেন্দ্র চোলের নেতৃত্বে চোল সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। নিঃসন্দেহে বলা যায় সমসাময়িক ভারতবর্ষের চোলদের নৌশক্তি ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের নৌশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব তার ফলে বঙ্গোপসাগর 'চোল হ্রদে' পর্যবসিত হয়। শুধুমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নয়, চীন দেশের সঙ্গে চোলদের বাণিজ্যিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রশ্নাবলী

১) প্রথম রাজ রাজ যে তিনটি সামুদ্রিক প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে নৌ অভিযান প্রেরণ করেন সেই দেশ গুলি কি কি ?

২) রাজরাজ আরবদের বিরুদ্ধে কেন নৌ অভিযান প্রেরণ করেন ?

৩) রাজরাজ - এর অন্যান্য কৃতিত্ব লেখ।

৪) চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ?

৫) রাজেন্দ্র চোলের সিংহল অভিযান সম্পর্কে যা জানো লেখ।

৬) রাজেন্দ্র চোল কোন দ্বীপ অধিকার করেন ?